ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"২০০৭-৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের একাংশের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা[১]" শীর্ষক গবেষণা

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: এটি কী ধরনের গবেষণা?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণাটি গুণবাচক প্রকৃতির হওয়ায় তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো সংখ্যাগত পরিমাপ, মূল্যায়ন ও সাধারণীকরণ করা হয়নি। এই গবেষণায় ব্যক্তিবিশেষের দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি। গবেষণাটি কোনো ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তমূলক প্রতিবেদন নয়। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দলীয় আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারীগণ ২০০৭-০৮ সময়কালে সশস্ত্রবাহিনীর কোনো না কোনো সদস্য দ্বারা কোনোরূপ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন কি-না এবং হয়ে থাকলে দুর্নীতিটি কী ধরনের ছিল শুধু এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল: (১) ২০০৭-৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্রবাহিনীর সহায়তায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা; (২) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক একটি ধারণা অর্জন করা; (৩) এই সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা; (৪) গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কী?

উত্তর: বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হল 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ-সম্পদ অর্জন, প্রতারণা, প্রভাব বিস্তার, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'সশস্ত্রবাহিনীর একাংশ' বলতে ঐসব সদস্যকে বোঝানো হয়েছে যাদের সম্পর্কে তথ্যদাতারা দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। এই গবেষণায় ২০০৭-০৮ সালে বেসামরিক প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমে সশস্ত্রবাহিনীর সেনা সদস্যদের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি সম্পর্কেই শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: কেন এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে?

উত্তর: সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড ও সে সময়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিবন্ধ, প্রতিবেদন, সংকলন ও বই প্রকাশিত হলেও (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৮; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০০৭, ২০০৮; আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০০৮; অধিকার, ২০০৮ ও ২০০৯; আলমগীর, ২০০৯; হোসেন, ২০০৮; ইসলাম, ২০১০; খান, ২০০৯) বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সদস্যদের একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ওপর নিয়মতান্ত্রিক গবেষণার অভাব রয়েছে। সামরিক বাহিনী বেসামরিক কার্যক্রমে জড়িত হলে কী ধরনের ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তা বিশদভাবে জানতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন। এ গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি এই গবেষণা ভবিষ্যতে সামরিকবাহিনীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার পদ্ধতি কী?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার পরিধিভুক্ত বিষয়ের ওপর তথ্যদাতাদের অভিজ্ঞতা ও মতামতভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সদস্যদের একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর ও আপেক্ষিক। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে যেসব প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা কাজ করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এরপর ঐ তালিকা হতে সরাসরি জনগণকে সেবা দেয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়। এরপর এসব নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব আলোচনায় সশস্ত্রবাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও সম্যক অবহিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রমের ফলে যেসব ব্যক্তির ওপর কোনো না কোনো প্রভাব পড়েছে বলে জানা যায় তাদের কাছ থেকেও দলীয় আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের

[১] মূল প্রতিবেদনটি ২০১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ব্র্যাক সেন্টার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে পেশাগত পদবি ও পরিচিতি শনাক্ত করার মতো কোনো তথ্য এই গবেষণায় সংগ্রহ করা হয়নি। এ ছাড়া গবেষণার নীতিমালার প্রেক্ষিতে তথ্যদাতাদের নাম বা পরিচিতিও প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি। উল্লেখ্য, গবেষণাটি কোনো ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তমূলক নয়।

প্রশ্ন ৬: 'সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের একাংশে' কারা অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর: 'সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের একাংশ' বলতে এক-এগারোর পর বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সশস্ত্রবাহিনীর কোনো কোনো কর্মকর্তা ও সদস্য যারা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন বলে তথ্যদাতারা দাবি করেছেন তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণার তথ্যসূত্র কি কি?

উত্তর: এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ক) পরোক্ষ তথ্যের উৎস: বাংলাদেশের সংবিধান, সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, আদেশ ও নির্দেশনার পাশাপাশি সশস্ত্রবাহিনী-সমর্থিত সরকারের আমলে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সংঘটিত ঘটনার ওপর প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, নথি, সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি হতে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস: গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও খাতভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সামরিক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: কী পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে?

উত্তর: প্রাথমিক/প্রত্যক্ষ তথ্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়েছে:

ক. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: এক-এগারো-পরবর্তী ঘটনাবলীর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত দুই শতাধিক মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তথ্যদাতারা হলেন সশস্ত্রবাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা; সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী; অবসরপ্রাপ্ত সেনা প্রধান ও ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা; বিচারক ও আইনজীবী; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা; রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক; টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক ও কর্মী; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি; ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ঠিকাদার; সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী; রাজনৈতিক নেতা-কর্মী; সিবিএ প্রতিনিধিসহ অন্যান্য বিভিন্ন পেশার মোট প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ. দলীয় আলোচনা: একই প্রতিষ্ঠান ও খাত সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য মোট আটটি দলীয় আলোচনা করা হয়। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গণমাধ্যম কর্মী। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. কেস স্টাডি: দলীয় আলোচনা ও মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে সেনা সদস্যদের একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার ওপর বিশটি কেস স্টাডি করা হয়। ঘটনার ধরন, ব্যাপ্তি, কারণ ও প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য পেতে এসব কেস স্টাডি করা হয়, যার মধ্য হতে কয়েকটি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: তথ্য সংগ্রহে কী কী টুল ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: বিভিন্ন খাত, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও তথ্যদাতার ধরনভেদে ভিন্ন-ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১০: তথ্যের গুণগত মান কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণার আওতাভুক্ত একই বিষয়ের ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য দলীয় আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ১১: সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোনো সাধারণীকরণ ও পরিমাপ করা হয়েছে কি?

উত্তর: গবেষণাটি গুণবাচক প্রকৃতির হওয়ায় তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো প্রকার সংখ্যাত্মক পরিমাপ, মূল্যায়ন ও সাধারণীকরণ করা হয় নি।

প্রশ্ন ১২: এই গবেষণায় দুর্নীতিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তর: বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হল 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩: গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ সময়ের মধ্যে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, খসড়া প্রতিবেদনের ওপর বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ ও প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশ্ন ১৪: গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ কী কী?

উত্তর: (১) গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি; (২) অনেক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যে অভিগম্যতা ছিল না; (৩) অনেক ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা সশস্ত্রবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান।

প্রশ্ন ১৫: বিগত ৪ বছরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এত অধিক সংখ্যক দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সেগুলো নিয়ে গবেষণা না করে টিআইবি হঠাৎ করে পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় পূর্বে সংঘটিত সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় সদস্যের দুর্নীতি নিয়ে গবেষণা করাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে কেন?

উত্তর: বিভিন্ন খাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুর্নীতির ওপর টিআইবি তার গবেষণা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রেখেছে। ক্ষুদ্র দুর্নীতির ওপর পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ এর ফলাফল গত ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের বৃহৎ আকারের দুর্নীতির ওপর টিআইবি একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যা যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। বেসামরিক-সামরিক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্বতন ঘটনার ভিত্তিতে গবেষণার প্রচুর নজির রয়েছে। কথিত **১/১১** এর বিষয়টি অভূতপূর্ব বিধায় এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে।

প্রশ্ন ১৬: সশস্ত্রবাহিনীকে জনসমক্ষে হেয় করবার জন্যই কি এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে?

উত্তর: সশস্ত্রবাহিনীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে নয় বরং সশস্ত্রবাহিনীর ভাবমূর্তিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে অনুধাবনের ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং এই গবেষণাকে নেতিবাচকভাবে না নিয়ে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হলে প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশমালা সশস্ত্রবাহিনীর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ১৭: সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে অনেক সামরিক কর্মকর্তা দুর্নীতির অভিযোগে কারারুদ্ধ আছেন। ২০০৭-৮ সালে দুর্নীতিকারী অনেকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে বর্তমান গবেষণাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই প্রতিবেদনে জবাবদিহিতার কথা নতুন করে বলা হচ্ছে কেন?

উত্তর: সশস্ত্রবাহিনীর সার্বিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপি নতুন নতুন গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য কর্তৃক গত ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত 'গভর্নেন্স ডিফেন্স করাপশন ইনডেক্স' এরূপ গবেষণার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। ২০০৭-৮ সালে সশস্ত্রবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় সদস্যের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়নি এবং জনগণ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নয়। কার্যকর জবাবদিহিতার অভাবে এবং দায়মুক্তির অবকাশে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয় যা সেনাবাহিনীর মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্যে ক্ষতিকর সেকথাই এই গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ১৮: এই প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বাংলাদেশ সামরিকবাহিনীর ভাবমূর্তি সারা বিশ্বে ক্ষুণ্ন হবে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি?

উত্তর: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার আলোকে পরিচালিত হয় বিধায় বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামরিকবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কোনো অবকাশ নেই, বরং এরূপ গুরুত্বপর্ণ বিষয়ে মুক্ত আলোচনার সুযোগ সশস্ত্রবাহিনীর ওপর আস্থা ও সুনাম আরো বৃদ্ধিতে সুযোগ হবে।